আফজাল আলি শা @আবজাল শওকত শা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য

(ট্রান্সফার পিটিশন (ফৌজদারি) নং 409/2021/২০২১)

মার্চ 17, 2023

[সূর্য কান্ত এবং জে. কে. মহেশ্বরী, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973, ধারাগুলি 321, 406 - ভারতীয় সংবিধান - অনুচ্ছেদ 139A - সুপ্রিম কোর্ট রুলস, ২০১৩ -অথবা ৩৯ - আবেদনকারী - মৃত ব্যক্তির ভাই পশ্চিমবঙ্গে বিচারাধীন ফৌজদারি মামলা আসামে স্থানান্তরের আবেদন করেছিলেন-মৃত ব্যক্তিকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা গুলি করে হত্যা করেছিল-প্রতিবাদীগণ-অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ধারা 302 তৎসহ 120B এবং 1959 সালের অস্ত্র আইনের ধারা 25 ও 27 এর অধীনে অভিযোগ আনা হয়েছিল - চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে -বিচার শুরু হয়েছে-২ নং প্রতিবাদী (প্রধান অভিযুক্ত) হেফাজতে ***বিচার প্রক্রিয়া চলার*** *সময়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে, সরকারী অভিশংসককে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা 321 এর অধীনে আবেদন করার নির্দেশ* ***দেয়*** *এবং বিচারিক আদালতের সম্মতির সাপেক্ষে প্রতিবাদীগনের বিরুদ্ধে কারজধারা প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেন – হাইকোর্টে সেই বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জ করা হয়। রাজ্যের নির্দেশ অনুসারে, সরকার পক্ষের অভিশংসক অভিযোগ মামলা প্রত্যাহারের জন্য বিচারিক আদালতে আবেদন করেছিলেন - সাক্ষ্যের জন্য মামলা তালিকাভুক্ত হওয়া সত্বেও বিচারিক আদালতের সভাপতিত্বকারী লিঙ্ক বিচারক এই আবেদনটি গ্রহণ করেছিলেন।- লিঙ্ক বিচারককে হাইকোর্টে প্রজ্ঞাপনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, তা সত্বেও, তিনি আবেদনটি শুনেছিলেন এবং তা মঞ্জুর করেন এবং একই প্রতিবাদীদের খালাস দেন - প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী হাইকোর্টের একক বিচারপতির কাছে রিট পিটিশন দায়ের করেন, যেখানে মামলার প্রত্যাহারের নির্দেশের রাজ্যের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার আদেশ হয়েছিল, খণ্ড ন্যায়পীঠ আদেশটি খারিজ করে দেয় এবং বিষয়টি নতুন করে বিচারের জন্য প্রেরণ করে-একক বিচারক রায় দেন যে লিঙ্ক বিচারকের আদেশ কার্যকর করা হবে না। এবং প্রতিবাদী নং ২-কে হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়নি- ইতিমধ্যে, বিচার চলছে-আবেদনকারী প্রকৃত অভিযোগকারীকে বিরুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য আবেদন করেছিলেন-তবে, উক্ত আবেদনটি খারিজ করা হয়েছিল-আবেদনকারী স্থানান্তর আবেদন দায়ের করেছিলেন-আবেদনকারী বিচার চলাকালীন একাধিক অস্বাভাবিকতার অভিযোগ করেছিলেন, যেমন চারবার সরকার পক্ষের অভিশংসক পরিবর্তন এবং সরকার পক্ষের সাক্ষী এবং মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের হয়রানির শিকার হওয়াঃ*

বিচারটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাইরে স্থানান্তর করার কোনও আইনি প্রয়োজনীয়তা নেই-90 জনেরও বেশি সাক্ষী, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই বাঙালিভাষী, তাদের এখনও পরীক্ষা করা হয়নি-স্থানান্তর সেই সাক্ষীদের জবানবন্দিতে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ দূরে যেতে অনিচ্ছুক হতে পারে-তবে, সমস্ত তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী জারি করা হয় : (i) পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের ৩য় অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালত থেকে কলকাতার নগর দায়রা আদালতের প্রধান বিচারকের আদালতে স্থানান্তরিত নথিবদ্ধ এফআইআর নং ৪৯৫/২০১৯;(ii) প্রধান বিচারক, নগর দায়রা আদালত দ্বারা বিচার পরিচালিত হবে এবং মামলাটি অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের কাছে স্থানান্তরিত হবে না;(iii) সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বিচার করা হবে; (iv) হাইকোর্টের পূর্বানুমোদন নিয়ে নগর দায়রা আদালতের প্রধান বিচারকের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য একটি বিশেষ সরকার পক্ষের অভিশংসকনিয়োগের নির্দেশ দেয়; (v) মৃতের স্ত্রী এবং আবেদনকারী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকার পক্ষের সাক্ষীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হবে; (vi) প্রকৃত অভিযোগকারীকে বিশেষ সরকার পক্ষের অভিশংসকদ্বারা জেরা করা হবে; (vii) প্রতিবাদী নং ২ বা হেফাজতে থাকা অন্য যে কোনও অভিযুক্তকে কলকাতার কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হবে; (viii) প্রতিবাদী নং ২ কে হাইকোর্ট ব্যতীত বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত জামিনে ছাড়া বে না; (ix) বিচার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করার জন্য হাইকোর্টের পোর্টফোলিও বিচারক থাকবেন।

ফৌজদারি কার্যবিধি, 1973 - এর ধারা 406 – ফৌজদারি কার্যবিধির 406 ধারার অধীনে হস্তান্তরের ক্ষমতা সংযতভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং শুধুমাত্র তখনই যখন ন্যায়বিচার আপাতদৃষ্টিতে গুরুতর বিপদের মধ্যে থাকে এবং তাই কেবলমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে স্থানান্তরগুলি রাজ্যের বিচার বিভাগ এবং সরকার পক্ষ এজেন্সির উপর অপ্রয়োজনীয় মিথ্যা দুর্নাম ফেলতে পারে-আরও, স্থানান্তর আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পক্ষ সকলের এবং সাক্ষীদের সুবিধার পাশাপাশি তাদের দ্বারা কথিত ভাষাও প্রাসঙ্গিক কারণ হবে।

নির্দেশ জারি করে আদালত বলেছেঃ

সিদ্ধান্তঃ ১. ফৌজদারি কার্যবিধির 406(2) ধারায় বলা হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্ট "শুধুমাত্র ভারতের মহা-ন্যায়বাদী বা আগ্রহী কোনও পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে" কোনও মামলা স্থানান্তর করতে পারে। ফৌজদারি কার্যবিধির 406(2) ধারার অধীনে 'আগ্রহী পক্ষ' বাক্যাংশের উপযুক্ত এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিবেচনা করে। এটি মনে করা হয় যে আবেদনকারী, মৃত ব্যক্তির আসল ভাই হওয়ায়, একটি সুষ্ঠু বিচারে অত্যন্ত আগ্রহী, যাতে মৃত ব্যক্তি এবং তার পরিবার ন্যায়বিচার পায়।

আবেদনকারীর দাঁড়ানোর জায়গার প্রতি প্রতিবাদীদের চ্যালেঞ্জ এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। [অনুচ্ছেদ 22,24] [1106-B-C, G]

২. এতদিনে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে ন্যায়বিচার হবে না এমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আশঙ্কা মামলা স্থানান্তরের জন্য একটি পূর্বশর্ত। একটি মামলা হস্তান্তরের ক্ষমতা খুঁজে বের করার সময়, আমাদের "রেক্স বনাম সাসেক্স জাস্টিস-এ" লর্ড হিউয়ার্টের উক্তিটি মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, "ন্যায়বিচার কেবল করা উচিত নয়, বরং স্পষ্টভাবে এবং নিঃসন্দেহে তা দেখানো উচিত যে এটি কেবল কিছু গুরুত্বের বিষয় নয়, বরং মৌলিক গুরুত্বের বিষয়। "ভারতের সংবিধানের 21 ধারার অধীনে সুষ্ঠু বিচারের অধিকার একটি মৌলিক অধিকার এবং এর গুরুত্বের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া যায় না।যাইহোক, একটি মামলার স্থানান্তর পাওয়ার জন্য, আবেদনকারীকে এমন পরিস্থিতি দেখাতে হবে যেখান থেকে এটি অনুমান করা যেতে পারে যে তিনি একটি যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা পোষণ করেন। এই আশঙ্কা কাল্পনিক হতে পারে না এবং নিছক অভিযোগ হতে পারে না। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে হস্তান্তরের ক্ষমতা সংযতভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং কেবল তখনই যখন ন্যায়বিচার আপাতদৃষ্টিতে গুরুতর বিপদের মধ্যে থাকে।এই আদালত অনুমতি দিয়েছে, স্থানান্তর শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে স্থানান্তরগুলি রাজ্যের বিচার বিভাগ এবং সরকার পক্ষ এজেন্সির উপর অপ্রয়োজনীয় প্রভাব ফেলতে পারে।[অনুচ্ছেদ 25,26,27] [1107-A-E]

৩. পক্ষ দের এবং সাক্ষীদের সুবিধার পাশাপাশি তাদের দ্বারা কথিত ভাষাও স্থানান্তর আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রাসঙ্গিক কারণ, যেমনটি এই আদালত আদেশাবলীর একটি সরণিতে উল্লেখ করেছে। "নীলম পান্ডে বনাম রাহুল শুক্লা" সহ সাম্প্রতিক কিছু সিদ্ধান্তে, এই আদালত দেখেছে যে একটি ফৌজদারি মামলা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর করা কেবল রাজ্যের বিচার বিভাগের নয়, সরকার পক্ষ এজেন্সিরও বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতিফলন ঘটায়। [অনুচ্ছেদ 31,32] [1109সি-ডি]

৪. বিচারটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাইরে স্থানান্তর করার কোনও আইনি প্রয়োজনীয়তা নেই এবং আবেদনকারীর আশঙ্কা, যার মধ্যে কয়েকটি প্রকৃতই সত্য, যথাযথ নির্দেশ জারি করে কার্যকরভাবে সমাধান করা যেতে পারে।আমরা এই কারণে বলি যে, 90 জনেরও বেশি সাক্ষী, যাঁদের অধিকাংশই বাঙালি, তাঁদের এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি।অন্য যে কোনও প্রতিবেশী রাজ্যে বিচার স্থানান্তর সেই সাক্ষীদের জবানবন্দিতে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনিচ্ছুক হতে পারে।

দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণ করা এবং এইভাবে, সরকার পক্ষের মামলাটি গুরুতরভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হবে।যতক্ষণ পর্যন্ত হাইকোর্ট এবং জেলা বিচার বিভাগ তাদের এখতিয়ারের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মেনে নিতে আগ্রহী নই যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিচার অনুষ্ঠিত হলে ভুক্তভোগীর পরিবার ন্যায্য ন্যায়বিচার পাবে না। [অনুচ্ছেদ 35] [1110-D-F]

৫. সমস্ত তথ্য এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে, এই আদালত নিম্নলিখিত শর্তে এই স্থানান্তর পিটিশনটি নিষ্পত্তি করা উপযুক্ত বলে মনে করেঃ –

(i) পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানায় নিবন্ধিত এফআইআর নং 495/2019 থেকে উদ্ভূত 2020 সালের এস. টি নং 1 (03)-এর ফৌজদারি বিচার মামলা এস টি নং 1 (03)/2020 ৩য় অতিরিক্ত দায়রা জজ , তমলুক আদালত, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ থেকে কলকাতা নগর দায়রা আদালতের প্রধান বিচারকের আদালতে স্থানান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(ii) নগর দায়রা আদালতের প্রধান বিচারপতি বিচার পরিচালনা করবেন এবং তিনি অন্য কোনও অতিরিক্ত দায়রা বিচারপতির কাছে মামলাটি হস্তান্তর করবেন না।

(iii) সিটি দায়রা আদালতের প্রধান বিচারপতি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বিচার গ্রহণের চেষ্টা করবেন এবং ছয় মাসের মধ্যে তা শেষ করার চেষ্টা করবেন।

(iv) হাইকোর্টের পূর্বানুমোদন নিয়ে কলিকাতা সিটি সেশন কোর্টের প্রধান বিচারপতির সুপারিশের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে একজন বিশেষ সরকার পক্ষের অভিশংসকনিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়।এই প্রক্রিয়াটি দুই সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;

(v) মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, আবেদনকারী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে সাক্ষীদের জীবন ও স্বাধীনতার কোনও ক্ষতি না হয় এবং প্রতিবাদী নং ২ বা তার সহ-অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বা তাদের পক্ষ থেকে সাক্ষীদের প্রভাবিত, ভয় দেখানো বা হুমকি দেওয়ার কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রচেষ্টা না করা হয়।

(vi) প্রকৃত অভিযোগকারীকে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রধান পরীক্ষার সময় রেকর্ড করা তার বক্তব্য থেকে পুনরায় নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তাকে বিশেষ সরকার পক্ষের অভিশংসক দ্বারা জেরা করা হবে, যার জন্য আবেদনকারীর দ্বারা নিযুক্ত আইনজীবী বিশিষ্ট বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটরকে সহায়তা প্রদান করতে পারেন;

(vii) ২নং প্রতিবাদী বা হেফাজতে থাকা অন্য যে কোনও অভিযুক্তকে অবিলম্বে কলকাতার কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হবে।

(viii) প্রতিবাদী নং ২ তার অপরাধমূলক পূর্বসূরীদের পাশাপাশি হেফাজতে থাকা অন্যান্য অভিযুক্তদের বিবেচনা করে, হাইকোর্ট ব্যতীত বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত জামিনে ছাড়া যাবে না;

(ix) কলিকাতা উচ্চ আদালতের মাননীয় পোর্টফোলিও বিচারককে এখানে উপরের জারি করা নির্দেশাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মিতভাবে বিচার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ 36] [1110-G-H; 1111-A-G]

কে. আনবাজাগান বনাম কর্ণাটক রাজ্য (২০১৫) ৬ এসসিসি ৮৬:২০১৫] ৭ এস. সি. আর ৩৫৫; অমরিন্দর সিং বনাম প্রকাশ সিং বাদল (২০০৯) ৬ এস. সি. সি ২৬০ [২০০৯] ৯ এস. সি. আর ১৯৪; নাহার সিং যাদব বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১১) ১ এস. সি. সি ৩০৭:[2010] 13 এস. সি. আর 851 আস্থা রাখা হয়েছে। সুরেন্দ্র প্রতাপ সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০১০) ৯ এস. সি. সি ৪৭৫ [২০১০] ১১ এস. সি. আর ৯০৯; আব্দুল নাজার মাদানি বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০০০)৬ এস. সি. সি ২০৪:

[২০০০] ৩ এস. সি. আর ১০২৮; শ্রী জয়েন্দ্র সরস্বতী স্বামীগল (২য়) বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০০৫) ৮ এস. সি. সি ৭৭১:[২০০৫] ৪ সাপ্লি। এস. সি. আর ৫৫৬; হরিতা সুনীল পরব বনাম রাজ্য (এন. সি. টি দিল্লি) (২০১৮) ৬ এস. সি. সি ৩৫৮[২০১৮] ৩ এস. সি. আর ৭৩২; স্বাতী নির্খি বনাম রাজ্য (এন. সি. টি দিল্লি) ২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ২০২; গুরচরণ দাস চাড্ডা বনাম রাজস্থান রাজ্য [১৯৬৬] ২ এস. সি. আর ৬৭৮; আশিস চন্দ্র বনাম আশা কুমারী (২০১২) ১ এস. সি. সি ৬৮০:[২০১১] ১৩ এস. সি. আর ৪১৭; কে. আনবাজাগান বনাম পুলিশ সুপার ই (২০০৪) ৩ এস. সি. সি ৭৬৭:[২০০৩] ৫ সাপ্লি।এস. সি. আর ৬১০ ; জাহিরা হাবিবুল্লাহ শেখ বনাম গুজরাট রাজ্য (২০০৬) ৩ এস. সি. সি ৩৭৪ [২০০৬] ২ এস. সি. আর ১০৮১; মানেকা সঞ্জয় গান্ধী বনাম রানী জেঠমালানি (১৯৭৯) ৪ এস. সি. সি ১৬৭:১৯৭৯] ২ এস. সি. আর ৩৭৮; আর. বালাকৃষ্ণ পিল্লাই বনাম কেরালা রাজ্য (২০০০) ৭ এস. সি. সি ১২৯:[২০০০] ৩ সাপ্লি।এস. সি. আর ২৬; নীলম পান্ডে বনাম রাহুল শুক্লা ট্রান্সফার পিটিশন (সিআরএল) ২০২০ সালের ২৯৮ নং, ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ উল্লেখ করা হয়েছে।

রেক্স বনাম সাসেক্স জাস্টিসেস [১৯২৪] ১ কেবি ২৫৬-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলার উল্লেখ

[২০১৫] ৭ এস. সি.	আর ৩৫৫	অনুচ্ছেদ ১৭ (ix) উল্লেখ করা হয়েছে
[২০১০] ১১ এস. সি.	আর ৯০৯	অনুচ্ছেদ ১৭(ix) এ আস্থা রাখা হয়েছে।

আফজল আলী শা @অবজল শওকত শা বনাম পশ্চিম রাজ্য ১০৯৫ ও অন্যান্য

[২০০০] ৩ এস. সি. আর ১০২৮ অনুচ্ছেদ ১৯ (viii),৩১-এ উল্লিখিত

[2005] 4 সাপ্লি।অনুচ্ছেদ ১৯ (viii), ৩১-এ উল্লিখিত এস. সি. আর ৫৫৬

[২০১৮] ৩ অনুচ্ছেদ ১৯(viii), ৩১-এ উল্লিখিত এস. সি. আর ৭৩২

[২০১০] ১৩ এস. সি. আর ৮৫১ অনুচ্ছেদ ১৯ (viii), ২৭ ও ২৯ এর উপর আস্থা রাখা হয়েছে।

[১৯৬৬] ২ এস. সি. আর.৬৭৮ অনুচ্ছেদ ১৯ (viii) -এ উল্লেখ করা হয়েছে

[২০০৯] ৯ এস. সি. আর ১৯৪ অনুচ্ছেদ ১৯(viii), ২৬ ও ২৮-এর উপর আস্থা রাখা হয়েছে।

[২০১১] ১৩ এস. সি. আর ৪১৭ অনুচ্ছেদ ১৯(ix)-এ উল্লেখ করা হয়েছে

[২০০৩] ৫ সাপ্লি।অনুচ্ছেদ ২৩-এ উল্লিখিত এস. সি. আর ৬১০

[২০০৬] ২ এস. সি. আর ১০৮১ অনুচ্ছেদ ২৬-এ উল্লেখ করা হয়েছে

[১৯৭৯] ২ এস. সি. আর ৩৭৮ অনুচ্ছেদ ২৬-এ উল্লিখিত

[২০০০] ৩ সাপ্লি।অনুচ্ছেদ ২৬, ৩০-এ উল্লিখিত এস. সি. আর ২৬

ফৌজদারি আদিম এখতিয়ার:: ২০২১ সালের ৪০৯ নং ট্রান্সফার পিটিশন (ফৌজদারি)।

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের ৩য় এ. এস. জের বিচারাধীন 2020 সালের মামলা নং এস টি নং ১ (০৩)/২০২০ আসামের কামরূপ জেলা আদালতের কোন যোগ্য এজলাসে স্থানান্তরের আবেদন।

আবেদনকারীর পক্ষে পি. এস. পাটওয়ালিয়া, বরিষ্ঠ কৌসুলি, নির্নিমেশ দুবে, শ্রীমতী বাঁশুরি স্বরাজ, সিদ্ধেশ কোতোয়াল, শ্রীমতী আনা উপাধ্যায়, শ্রীমতী মান্যা হাসিজা, আকাশ সিং, নিহার ধর্মাধিকারী, শ্রীমতী সম্প্রীতি বক্সি, কৌসুলিগণ

প্রতিবাদীগণের পক্ষে কপিল সিবাল, নীরজ কিষাণ কৌল, ভি গিরি, বরিষ্ঠ কৌসুলি, রবিন্দর সিং, নিপুণ সাক্সেনা, শ্রীসত্য মোহান্তি, রবিশা গুপ্ত, সঞ্জীব কৌশিক, শ্রীমতি মান্তিকা হরিয়ানি, শ্রীমতী অপরাজিত জাময়াল, হিমাংশু চক্রবর্তী, দেবব্রত সিং, শ্রীমতী মুস্কান সুরানা, শ্রীমতী সোম্যা সাক্সেনা, অর্চিত আদলখা, শ্রীমতী আস্থা শর্মা, রোহিত আগরওয়াল, গৌতম দে, পার্থ শীল, তবিশ ভূষণ প্রসাদ, শ্রীমতী সায়নী ভট্টাচার্য, অর্জুন রঙ্গনাথন, দেবেশ মিশ্র, পল্লক ভগত, শ্রীমতী রেশমি রিয়া সিনহা, অভিষেক সরকার, মণিভূষণ সিনহা, প্রণব প্রকাশ, সৌম্য দত্ত, সিদ্ধান্ত উপমন্যু।

আদালতের রায় প্রদান করেন সূর্য কান্ত, বিচারক।

১. এই ট্রান্সফার পিটিশনটি ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩(এরপরে, 'ফৌজদারি কার্যবিধির ') এর ধারা ৪০৬ এর অধীনে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যা ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৯ এ এবং সুপ্রিম বি কোর্ট রুলস, ২০১৩ এর আদেশ ৩৯ এর সাথে পড়া হয়েছে। আবেদনকারী এখানে কুরবান শা নামক এক ব্যক্তির (এরপরে, 'মৃত')-এর ভাই এবং তিনি পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের ৩য় আদালতের অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতে (এরপরে, বিচারিক আদালত) বিচারাধীন ২০১৯ সালের এফআইআর নং ৪৯৫ থেকে উদ্ভূত ২০২০ সালের ফৌজদারি বিচার S.T. নং ১ (০৩)-কে অসম রাজ্যের একটি উপযুক্ত আদালতে স্থানান্তর করতে চান, মূলত এই ভিত্তিতে যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এর সুষ্ঠু বিচার সম্ভব হবে না।

A. বাস্তব তথ্য

২. আমাদের বিবেচনার জন্য উদ্ভূত পূর্বোক্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখার আগে তথ্যগত ছাঁচ সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছেঃ-

৩. ঘটনার তারিখে, অর্থাৎ ০৭.১০.২০১৯ তারিখে মৃত ব্যক্তিকে একটি রাজনৈতিক দলের অফিসে কাজ করার সময় 'কিছু অজানা বাহুবলী ও গুন্ডারা' গলায় গুলি করে বলে অভিযোগ করা হয়। মৃত ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও সেখানে পৌঁছতেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।পরের দিন, ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (এরপরে, 'আই. পি. সি')-এর ১২০বি ধারার তৎসহ ধারা ৩০২ এবং অস্ত্র আইন, ১৯৫৯-এর ২৫ ও ২৭ ধারায় ২ নং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে, জাহার শা (এরপরে, 'কার্যত প্রকৃত অভিযোগকারী') নামে এক ব্যক্তির নির্দেশে এফআইআর দায়ের করা হয়, যাকে মৃত ব্যক্তির ভাগ্নে এবং অভিযোগে বর্ণিত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলা হয়।

৪. তদন্তের পর পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ৩ থেকে ১১ নম্বর প্রতিবাদী ও ২ নম্বর প্রতিবাদীও এই অপরাধে জড়িত ছিলেন। প্রকৃত অভিযোগকারী এবং আবেদনকারী সহ ১০৭ জন সাক্ষীর তালিকা সহ উক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল।এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে তদন্ত চলাকালীন পুলিশ কিছু অপরাধমূলক সামগ্রী যথাঃ আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং কিছু দস্তাবেজও উদ্ধার করেছে বলে জানা গেছে।

৫. তদনুসারে, বিচারিক আদালত ২ থেকে ৮ নম্বর এবং ১১ নম্বর প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আইপিসির ১২০বি-র তৎসহ ধারা ৩০২ এবং ১৯৫৯ সালের অস্ত্র আইনের ২৫ ও ২৭ ধারায় অভিযোগ গঠন করে।৯ ও ১০ নম্বর প্রতিবাদীকে উদঘোষিত অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে বিচার শুরু হয়।প্রধান অভিযুক্ত, অর্থাৎ ২ নং প্রতিবাদী হেফাজতে রয়েছেন কারণ তাঁর বারবার জামিনের আবেদন বিচারিক আদালতের পাশাপাশি কলিকাতা উচ্চ আদালতও খারিজ করে দিয়েছে।

৬. বিচারের সময়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনী অনুস্মারক এবং পদমর্যাদা বলে সচিব, বিচার বিভাগ, রাজ্যপালের একটি আদেশে তাং ২৬.০২.২০২১ এ, সরকারি উকিলকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩২১ ধারার অধীনে আবেদন করার এবং মাননীয় বিচারক আদালতের সম্মতি সাপেক্ষে ২ থেকে ১১ নম্বর প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যধারা প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। এই বিজ্ঞপ্তিটিকে কার্যত অভিযোগকারী কলিকাতা উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

৭. এর পরপরই, ০১.০৩.২০২১-এ, একজন নবনিযুক্ত সরকার পক্ষের অভিশংসক রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার দ্বারা বিকৃত হয়েছে এই কারণে সরকার পক্ষের মামলাটি প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় বিচারিক আদালতে একটি আবেদন পেশ করেন। মামলাটি ১০.০৩.২০২১-এ সাক্ষ্য নথিভুক্ত করার জন্য তালিকাভুক্ত হওয়া সত্বেও বিচারিক আদালতের সভাপতিত্বকারী একজন লিঙ্ক বিচারক পরের দিনই এই আবেদনটি শুনানির জন্য গ্রহণ করেছিলেন। লিঙ্ক বিচারককে কলিকাতা উচ্চ আদালতে ২৬.০২.২০২১ তারিখের বিচারাধীন প্রজ্ঞাপনের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্বেও, তিনি আবেদনটি শুনতে অগ্রসর হন এবং সরকার পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেন।ফলস্বরূপ, ২,১১ নম্বর প্রতিবাদীকে খালাস করে দেওয়া হয়।

৮. ইতিমধ্যে, কার্যত অভিযোগকারীর দায়ের করা রিট আবেদনটি একই দিন বিকেলে শুনানির জন্য নেওয়া হয়েছিল যখন বিচারিক আদালত সরকার পক্ষের অভিশংসককে ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহারের অনুমতি দিয়েছিল। হাইকোর্টের মাননীয় একক বিচারপতি নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেনঃ

"বিস্ময়করভাবে, তাৎক্ষণিক মামলায়, ২০২১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি একটি নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, যা আপাতদৃষ্টিতে দায়রা আদালতের সম্মতি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সরকার পক্ষের অভিশংসককে জিজ্ঞাসাবাদের মামলাটি প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য রাজ্যপালের একটি নির্দেশ জানিয়েছিল।যাইহোক, এই আদেশে কোনও কারণ এবং/অথবা কীভাবে এই ধরনের প্রত্যাহার ন্যায়বিচার এবং জনস্বার্থের কারণকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি।তা ছাড়া, বর্তমান মামলার কার্যপদ্ধতি বরং স্বচ্ছ কারণ, সরকারি অভিশংসক প্রকৃতপক্ষে এই নির্দেশে কাজ করেছেন এবং রাজ্য সরকারের আদেশ অনুসারে একটি আবেদন করেছেন এবং এই আদালত রিট আবেদনটি সম্পর্কে অবগত আছে জানা সত্বেও , সংশ্লিষ্ট দায়রা বিচারক এই প্রত্যাহার করার জন্য সম্মতি দিয়েছেন, যার ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের খালাস দেওয়া হয়েছে।

এর আগের সব ক্ষেত্রে যখন জামিন খারিজ করা হয়েছিল, তখন সরকার যে অবস্থান নিয়েছিল, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, রাজ্য অভিযুক্তদের জামিন দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছিল।

সুতরাং, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলাটি হঠাৎ করে প্রত্যাহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকার পক্ষের অভিশংসককে নির্দেশ দেওয়ার জন্য সরকারকে কী প্ররোচিত করেছিল, সে সম্পর্কে এটি সম্পূর্ণ যুক্তিকে অস্বীকার করে।

ভারতের সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে এক্তিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই আদালত নিজের উপর যে স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে তা সত্ত্বেও, এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে এই ধরনের এক্তিয়ার প্রয়োগকারী আদালতের জন্য বাধা হতে পারে না যেখানে আইনের প্রক্রিয়ার প্রকাশ্য অপব্যবহার হয়েছে।যদি রিট আদালত অসৎ উদ্দেশ্যে এবং স্বেচ্ছাচারী প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে চোখ বন্ধ করে রাখে, তবে এটি ভারতের সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে।

বর্তমান মামলায়, ২০২১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি সংশ্লিষ্ট সরকার পক্ষের অভিশংকের প্রতি রাজ্যের নির্দেশের স্বেচ্ছাচারী ও অযৌক্তিক প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, যা অনুসরণ করে সরকার পক্ষের অভিশংসক কাজ করেছিলেন এবং এমনকি দায়রা আদালতও এই ধরনের প্রত্যাহারের জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন, উক্ত নির্দেশের পাশাপাশি এর প্রভাবগুলিও বাতিল করতে হবে।

৯. হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে ফৌজদারি দণ্ডবিধির 321 ধারার অধীনে এক্তিয়ার আহ্বানের জন্য কোনও মাপকাঠি সরকার পক্ষের অভিশংসক রাজ্য দ্বারা প্রয়োগ করা হয়নি এবং ফলস্বরূপ, এটি রায় দেওয়া হয়েছিল যে অনুশীলনটি আইনত খারাপ ছিল এবং রাজ্যের অসৎ উদ্দেশ্যে তার পরস্পরবিরোধী অবস্থান থেকে স্পষ্ট ছিল যেখানে এটি আগে জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু এখন নিজেই মামলা প্রত্যাহার করতে চাইছে। তদনুসারে, হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে এই সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকারের ২৬.০২.২০২১ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে মামলা প্রত্যাহারের অনুমতি দেওয়া আদেশ সহ যে কোনও পদক্ষেপ বাতিল করা যেতে পারে। সেই অনুযায়ী আদেশ দেওয়া হয়।

১০. এরপরে কার্যত অভিযোগকারী বিচারিক আদালতে একটি হলফনামা জমা দিয়েছিলেন যাতে জামিন মঞ্জুরের বিষয়ে তাঁর 'কোনও আপত্তি নেই' প্রকাশ করেন। এদিকে, ২ নং প্রতিবাদী অন্য পক্ষের বক্তব্য শোনার নীতি লঙ্ঘনের ভিত্তিতে একটি খণ্ড ন্যায়পীঠের সামনে মাননীয় একক বিচারকের আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন। খণ্ড ন্যায়পীঠ এই ভিত্তিতে আদেশটি বাতিল করে দেয় এবং বিষয়টি নতুন করে বিচারের জন্য প্রেরণ করে। এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আবেদনকারী এখানে খণ্ড ন্যায়পীঠের সামনে কার্যধারায় জড়িত থাকার জন্য একটি আবেদনও দায়ের করেছিলেন তবে একক বিচারকের সামনে আবেদনটি নবীকরণের মঞ্জুরির সাথে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

১১. হেফাজতে নেওয়ার পর, মাননীয় একক বিচারক প্রথমে রিট পিটিশন প্রত্যাহারের জন্য প্রকৃত অভিযোগকারীর আবেদন এবং এখানে আবেদনকারীর আবেদনকে পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করেন। মাননীয় একক বিচারক, দ্বিতীয় দফা কার্যধারার একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে, প্রথমত উল্লেখ করেছেন যে আবেদনকারী মৃত ব্যক্তির ভাই এবং তার একটি নতুন রিট আবেদন দায়ের করার অধিকার রয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, কার্যত অভিযোগকারীর জীবন ও স্বাধীনতার জন্য কথিত হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে, তার নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং আবেদনকারীকে রিট আবেদনকারী হিসাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। একক বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে সেই পর্যায়ে রিট আবেদনটি প্রত্যাহার করা মহামান্য খণ্ড ন্যায়পীঠের আদেশের পাশাপাশি ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যকেও হতাশ করবে। সুতরাং, এটি আবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে লিঙ্ক বিচারকের আদেশ কার্যকর করা হবে না এবং উপযুক্ত আদালতের আদেশ ব্যতীত ২নং প্রতিবাদীকে হেফাজত থেকে মুক্তি দেওয়া হবে না।এই আদেশটি পরে আপিলে খণ্ড ন্যায়পীঠ বহাল রাখে।

১২. এদিকে বিচার এগিয়ে যায় কিন্তু তার জেরা চলাকালীন, কার্যত অভিযোগকারী মুখ্য পরীক্ষার সময়ে দেওয়া বিবৃতি থেকে সরে এসেছিলেন বলে জানা গেছে তবে তা সত্ত্বেও সরকার পক্ষের অভিশংসক তাকে বিরুদ্ধ ঘোষণা করেননি। এরপরে, আবেদনকারী কার্যত অভিযোগকারীকে প্রতিকূল ঘোষণা করতে এবং আবেদনকারীর আইনজীবীকে তাকে জেরা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য বিচারিক আদালতে একটি আবেদন দায়ের করেন। বিচারিক আদালত উক্ত আবেদনটি বিবেচনা করে এবং উল্লেখ করে যে কার্যত অভিযোগকারী "তার মূল জেরার সংস্করণের সাথে যথোচিত নয় এমন কিছু বিবৃতি দিয়েছেন। "তবে, সংবিধিবদ্ধ বিধান এবং মামলার আইনের উপলব্ধি করার পরে আবেদনকারীর আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। বিচারিক আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে করা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি মনে করি যে সরকার পক্ষকে সত্য ঘটনা উদ্ঘাটনের জন্য একটি ন্যায্য সুযোগ দেওয়া উচিত এবং মাননীয় বিশেষ সরকার পক্ষের অভিশংসককে, সরকার পক্ষের সাক্ষ্য - ১-কে শত্রুভাবাপন্ন ঘোষণা করার পর তাকে জেরা করার একটি সুযোগ দেওয়া উচিত।

সুতরাং, মাননীয় বিশেষ সরকার পক্ষের অভিশংসককে, সরকার পক্ষের সাক্ষ্য - ১-কে জেরা করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং তাৎক্ষণিক আবেদনকারীর দ্বারা নিযুক্ত মাননীয় উকিলকে নয়। আবেদনকারী আফজাল আলী শা দ্বারা নিযুক্ত মাননীয় উকিলকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩০১(২) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র মাননীয় সরকার পক্ষের অভিশংসক-এর নির্দেশে কাজ করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

১৩. এদিকে, বর্তমান ট্রান্সফার পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে এই আদালত ০৫.১০.২০২১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিচারের পরবর্তী কার্যক্রমে স্থগিতাদেশের নির্দেশ দিয়েছে।

১৪. এরপরে, হাইকোর্টের মাননীয় একক বিচারক, ০২.০৮.২০২২-এ, পরিশেষে রিট আবেদনের সিদ্ধান্ত নেন এবং ২৬.০২.২০২১ তারিখের সরকারের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে দেন।এটি

লক্ষ্য করা গেছে যে "বর্তমান মামলার উপস্থিত পরিস্থিতি প্রত্যাহারের পিছনে রাজ্য এবং সরকার পক্ষের অভিশংসক-এর সদিচ্ছার প্রতি খুব বেশি আস্থা জাগায় না"। আদালত দেখেছে যেঃ-

"যখন প্রাথমিকভাবে অভিযোগগুলি উত্থাপিত হয়েছিল, তখন রাজ্য নিজেই সরকার পক্ষ এর সাফল্য কামনা করেছিল, যা তদন্ত শেষ এবং বিচার শুরু হওয়ার গতি থেকে প্রতিফলিত হয়। তবুও, যখন প্রতিবাদী নং ৫ জ্যের শাসক দলের পক্ষে ঝুঁকে থাকার অভিযোগে, সরকারপক্ষ মামলা প্রত্যাহারের চেষ্টা করে এবং তাড়াহুড়ো করে পিছু হটে, যার ফলে অভিযুক্তদের বিনা বিচারে অব্যাহতি দেওয়া হবে।

এটিও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, একদিকে রাজ্য সরকার পক্ষ প্রত্যাহারের পক্ষে এবং অন্যদিকে বিচারকে ত্বরান্বিত করছে যেখানে বেশ কয়েকজন সাক্ষী তাদের বক্তব্য থেকে সরে এসেছেন করছেন। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, ফৌজদারি কার্যবিধির -র ৩২১ ধারার অধীনে আবেদন এবং বিচারিক আদালতের আদেশ সহ ২৬.০২.২০২১ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করে নেওয়া সমস্ত পদক্ষেপ বাতিল করা হয়েছিল। উক্ত আদেশটি চ্যালেঞ্জ করা হয়নি এবং চূড়ান্ত হয়েছে বলে মনে হয়।

১৫. আবেদনকারী আরও অভিযোগ করেছেন যে বিচার চলাকালীন একাধিক অস্বাভাবিকতা ঘটেছে, যেমন চারবার সরকার পক্ষের অভিশংসক পরিবর্তন এবং সরকার পক্ষের সাক্ষী এবং মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের হয়রানি করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী সাইদা সাবানা বানু খাতুন বিচার আদালতের প্রাঙ্গণে ২নং আসামীর বিশ্বস্ত অনুচর এবং অন্যান্য প্রতিবাদী ব্যক্তিদের আত্মীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ইমরান আলী নামে একজন সাক্ষীকে ২ নং প্রতিবাদীর সহযোগীরা অপহরণ করে এবং তাকে হত্যা করার হুমকি দেয়। আবেদনকারী দাবি করেছেন যে তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এটাও প্রমাণিত হয় যে, কর্তৃপক্ষকে এই ধরনের ঘটনা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছিল কিন্তু যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আবেদনকারী আরও বলেছেন যে উপরন্তু সাক্ষীদের হুমকি দেওয়ার এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাদের প্রভাবিত করার প্রয়াসে ধর্ষণের অভিযোগ সহ মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

১৬. এই বাস্তব প্রেক্ষাপটেই এই স্থানান্তর পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।

বি. উপস্থাপনা

১৭. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী মিঃ পি. এস. পাটওয়ালিয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাইরে বিচার স্থানান্তরের জন্য নিম্নলিখিত যুক্তি উত্থাপন করেছেনঃ

(i) সরকারের আচরণ, যা অতীতে ২নং প্রতিবাদীর জামিনের আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করছিল, নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এখন সরকার পক্ষের মামলার জন্য ক্ষতিকারক।

(ii) ২নং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে কমপক্ষে চৌত্রিশটি (৩৪) ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তবুও, রাজ্য কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই মামলা থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে।ফৌজদারি কার্যবিধির -র ৩২১ ধারার অধীনে ক্ষমতার স্পষ্টভাবে অপব্যবহার করা হয়েছিল।

(iii) কার্যত অভিযোগকারী বিচার চলাকালীন নিজের পক্ষে এনেছেন যা ২নং প্রতিবাদীকে জামিন মঞ্জুরের বিষয়ে তাঁর আপত্তি না থাকা থেকে স্পষ্ট হয়; ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩২১ ধারার অধীনে রাজ্যের প্রজ্ঞাপনকে চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন প্রত্যাহারের জন্য তাঁর প্রার্থনা এবং কার্যত অভিযোগকারী তার জেরা চলাকালীন প্রতিকূল হয়ে ওঠে;

(iv) সাক্ষীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের জেরাতে প্রতিকুল করে তোলা হচ্ছে।গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের চোখ রাঙানি দেখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে;

(v) সাক্ষীদের জীবন ও স্বাধীনতার জন্য একটি গুরুতর হুমকি রয়েছে এবং আদালতের সামনে সত্যতার সাথে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নিরাপদ পরিবেশের অভাবে তারা প্রভাবিত হতে পারে।

রাজ্যের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে কলিকাতা উচ্চ আদালতের কিছু পর্যবেক্ষণের উপর আস্থা স্থাপন করা হয়েছে;

(vi) অভিযোগ করা হয় যে, এর আগে হাইকোর্ট যখন পূর্ব মেদিনীপুর থেকে ২ নং প্রতিবাদী-কে চিকিৎসার জন্য কোলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছিল, তখনও তা করা হয়নি।বরং তাঁকে পূর্ব মেদিনীপুরের হাসপাতালে রাখা হয়েছিল যেখানে তাঁর বিলাসবহুল সুযোগ-সুবিধা ছিল।

(vii) ২নং প্রতিবাদী জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার সময় হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণের উপর আস্থা রাখা হয়েছে এই ভিত্তিতে যেঃ

"উপরোক্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পক্ষ থেকে একটি পূর্বনির্ধারিত অবস্থান স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। একদিকে রাজ্য সি আর পি সি ৩২১ ধারার অধীনে মামলা প্রত্যাহারের আশ্রয় নিয়ে সরকারপক্ষকে চাপা দিতে এগিয়ে যায়, অন্যদিকে এটি সাক্ষীদের পরীক্ষা করে আবেদনকারী এবং অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলে।

.....

যাই হোক না কেন, রাজ্য পরিচালিত প্রসিকিউশনে এটি লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে, বেশিরভাগ সাক্ষী পুলিশের কাছে দেওয়া তাদের আগের বিবৃতি থেকে ফিরে এসেছেন এবং শত্রুভাবাপন্ন হয়েছেন।এও মনে রাখতে হবে যে এমনকি ২০২১ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৬৩১৫ নং মামলার মূল রিট আবেদনকারী তথ্যদাতা জাহার শা-ও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন এবং মামলা প্রত্যাহারকে চ্যালেঞ্জ করে উক্ত কার্যধারা নিয়ে এগিয়ে যেতে রাজি ছিলেন না।

এই পরিস্থিতিগুলি এই আদালতের মনে একটি গুরুতর আশঙ্কার জন্ম দেয় যে সাক্ষীদের পাশাপাশি তথ্যদাতার উপর অপ্রতিরোধ্য এবং বিদ্বেষপূর্ণ প্রভাব যা তাদের রিট পিটিশন থেকে প্রত্যাহার করতে বা আদালতে জবানবন্দির সময় পুলিশের সামনে তাদের আগের বিবৃতি থেকে ফিরে আসতে প্ররোচিত করেছিল।

(viii) এই পরিস্থিতিতে মৃতের ভাই আবেদনকারীর মনে একটি প্রকৃত আশঙ্কা রয়েছে যে, সরকারপক্ষের সঙ্গে আপোষ হওয়ায় তারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু ন্যায়বিচার পাবেন না।

(ix) "সুরেন্দ্র প্রতাপ সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য [1]" -এর মামলার উপর আস্থা স্থাপন করা হয়েছে যাতে আদেশ করা হয় যে অনুরূপ তথ্য ও পরিস্থিতিতে বিচারটি উত্তর প্রদেশ রাজ্য থেকে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যাতে সমস্ত পক্ষের প্রতি ন্যায্য ন্যায়বিচার করা যায়। " কে. আনবাজাগান বনাম কর্ণাটক রাজ্য [2]" -এর রায়ে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে একবার কোনও মামলা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত হলে, হস্তান্তরকারী রাজ্যের সরকার পক্ষের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং এটি বিচার নির্ধারনকারী রাজ্যে পরিণত হয়।এটি আবেদনকারীর যুক্তি যে একবার বিচার নির্ধারনকারী রাজ্য পরিবর্তিত হলে বিচারটি সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

১৮. শুনানি চলাকালীন শ্রী পাটওয়ালিয়া স্পষ্ট করে বলেন যে আসাম রাজ্যে বিচার স্থানান্তর করার প্রয়োজন নেই এবং এই আদালত উড়িষ্যা বা ঝাড়খণ্ডের মতো অন্য কোনও প্রতিবেশী রাজ্যে স্থানান্তর করার ইচ্ছা বিবেচনা করতে পারে।

1 সুরেন্দ্র প্রতাপ সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার(২০১০) ৯ এস.সি.সি. ৪৭৫

2 কে. আনবাজহাগান বনাম কর্ণাটক রাজ্য সরকার(২০১৫) ৬ এস.সি.সি. ৮৬

১৯. স্থানান্তরের বিরোধিতা করে, প্রতিবাদী নং 1 পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী কপিল সিবাল এবং শ্রী নীরজ কিষাণ কৌল, এবং প্রতিবাদী নং ২-এর পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী ভি গিরি যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রকাশিত তথ্যগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাইরে বিচার স্থানান্তরের মামলা তৈরি করে না।শুরুতে, তারা আবেদনকারীর এই ট্রান্সফার পিটিশন দায়ের করার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, এই যুক্তি দিয়ে যে আবেদনকারী অভিযোগকারী নন এবং বিচারে কেবল একজন সাক্ষী।তারা নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করেছেঃ

(i) বিচারিক আদালত প্রাঙ্গণে ০২.০৩.২০২১ তারিখে তাঁর উপর কথিত হামলার বিষয়ে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী রাজ্য পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি এবং আবেদনকারীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাজ্য সরকার কখনই প্রত্যাহার করেনি। সাক্ষী ইমরান আলীকে অপহরণের ঘটনায় পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয় কারণ অভিযুক্ত ব্যক্তি ও ভুক্তভোগীদের দ্রুত খুঁজে বের করা হয়েছে এবং মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।

(ii) আবেদনকারীর আস্থা রাখা মিডিয়া প্রতিবেদনের সত্যতা দেখায় যে প্রতিবাদী নং ২-এর স্মার্টফোন, হেডফোন ইত্যাদির মতো প্রাপ্ত সুবিধাগুলি সঠিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে নয়;

(iii) সরকারি আইনজীবি ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩২১ ধারা মেনে বিচারিক আদালতে তাঁর প্রত্যাহারের আবেদনে বিস্তারিত কারণ দিয়েছেন;

(iv) এই ক্ষেত্রে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করা হয়নি, কারণ ন্যায়বিচার হবে না বলে কোনও যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা করা হয় না।

(v) রাজ্যের বিচারব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্বের কোনও অভিযোগ বা গুঞ্জন নেই যা এই সত্য থেকে স্পষ্ট যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জামিনের আবেদনগুলি বিচারিক আদালত ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এই ধরনের প্রত্যাখ্যান হাইকোর্টে বহাল রয়েছে। হাইকোর্ট বিচার প্রক্রিয়ার তদারকি করতে এবং সেখানে যে কোনও ত্রুটি ঘটতে পারে তা পরীক্ষা করার জন্য একটি শক্তিশালী অবেক্ষণমূলক পদ্ধতি হিসাবে কাজ করেছে;

(vi) অন্যায্য তদন্তের কোনও অভিযোগ নেই এবং একমাত্র বিচারিক আদালতের আদেশে ত্রুটি পাওয়া গেছে যে লিঙ্ক জজ কর্তৃক মামলা প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করার আদেশ হয়েছিল;

(vii) বিচারে সরকার পক্ষের ১০৭ জন সাক্ষী রয়েছেন, যার মধ্যে ৮০ জন সাক্ষী পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় থাকেন, যেখানে বিচার চলছে। এই আদালত কর্তৃক বিচার স্থগিত না হওয়া পর্যন্ত, বিচারিক আদালত ১১ জন সাক্ষীর পরীক্ষা করেছে। অধিকাংশ সাক্ষীই বাংলাভাষী বলে জানা গেছে। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, বলা হয়েছে যে মামলাটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাইরের আদালতে স্থানান্তর করা সরকার পক্ষ এবং বেশিরভাগ সাক্ষীদের জন্য চরম অসুবিধার কারণ হবে।

"আব্দুল নাজার মাদানি বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য[3]" মামলার রায়ে, যেখানে এই আদালত স্থানান্তর আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সরকার পক্ষ, অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তি, সাক্ষী এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনা করেছে, যা বিষয়টিকে সহায়তা প্রদানের জন্য জোর দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য মামলাগুলিও একইভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে[4];

(viii) "নাহার সিং যাদব বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া[5]" মামলার উপর আস্থা স্থাপন করা হয়েছে যেখানে এই আদালত উল্লেখ করেছে যে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে ক্ষমতা সংযতভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং ন্যায়বিচার নিরপেক্ষভাবে বিতরণ করা হবে না এমন একটি সুস্পষ্ট আশঙ্কা থাকলেই স্থানান্তরের অনুমতি দেওয়া উচিত[6]।

(ix) "আশীষ চন্দ্র বনাম আশা কুমারী" [7] মামলা এই আদালতের পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করার জন্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে মামলাগুলির স্থানান্তর, বিচার আদালতের উপর হতাশাজনক প্রভাব ফেলে।

(x) মৃত ব্যক্তি এবং আবেদনকারী রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং কার্যধারাটি এমন একটি এক্তিয়ারে স্থানান্তর করার চেষ্টা করা হয় যেখানে তিনি তার রাজনৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।

(xi) সাক্ষীদের হুমকি দেওয়া হয়েছে এমন কিছু নথিভুক্ত নেই। প্রতিবাদী নং ২, হেফাজতে থাকায়, সাক্ষীদের উপর কোনও হুমকি বা চাপ প্রয়োগ করতে পারে না;

(xii) আবেদনকারী এই কার্যধারার মাধ্যমে বিচার বিলম্বিত করেছেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে হেফাজতে রয়েছেন। এইভাবে, এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পক্ষপাতের শিকার হয়েছেন এবং মামলাটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাইরে স্থানান্তরিত হলে তারা নিজেদের রক্ষা করার জন্য ভারী ব্যয় বহন করবে;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

৩ আব্দুল নাজার মাদানি বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০০০) ৬ এস. সি. সি. ২০৪.

৪ শ্রী জয়েন্দ্র সরস্বতী স্বামীগল (২য়) বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০০৫) ৮ এস. সি. সি ৭৭১; হরিতা সুনীল পরব বনাম রাজ্য (দিল্লির এন. সি. টি) (২০১৮) ৬ এস. সি. সি ৩৫৮; স্বাতী নির্খি বনাম রাজ্য (দিল্লির এন. সি. টি) ২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ২০২।

৫ নাহার সিং যাদব বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১১) ১ এস. সি. সি. ৩০৭।

6 গুরুচরণ দাস চাধা বনাম স্টেট অফ রাজস্থান (১৯৬৬) ২ এ.সি.আর. ৬৭৮; অমরিন্দর সিং বনাম প্রকাশ সিং বাদল (২০০৯) ৬ এস.সি.সি ২৬০

7 আশিষ চন্দ্র বনাম আশা কুমারী, (২০১২) ১ এস.সি.সি০ ৬৮০

অনুরূপ অন্যান্য সিদ্ধান্তও আমাদের নজরে আনা হয়েছে।[6]

(xiii) একটি সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করার জন্য, এই আদালত রাজ্যের যে কোনও জায়গায় মামলা স্থানান্তর করতে পারে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি ও অভিযোগকারীকে রক্ষা করার পাশাপাশি একজন সরকার পক্ষের অভিশংসক নিয়োগ করতে পারে।

২০. অন্যান্য সমস্ত প্রতিবাদীগন এই অবস্থানকে সমর্থন করেছেন এবং অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন।

সি. বিশ্লেষণ

২১. আমরা পক্ষগুলির পেশ করা বিষয়গুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করেছি এবং নথিটি পর্যবেক্ষণ করেছি। বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার আগে, আমরা ফৌজদারি কার্যবিধির -র ৪০৬ ধারার পাশাপাশি ফৌজদারি কার্যবিধি অধীনে মামলা হস্তান্তরের ক্ষমতার প্রয়োগ সম্পর্কিত নিষ্পত্তি হওয়া নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা করা উপযুক্ত বলে মনে করি।

বিচারাধীন বিষয় স্থানান্তরের অনুরোধে আবেদনকারীর দাঁড়ানোর ভিত্তি সম্পর্কে প্রতিবাদীগন দ্বারা প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপিত হয়।

সি. ১. আবেদনকারীর দাঁড়ানোর ভিত্তি

২২. ফৌজদারি কার্যবিধির র ৪০৬(২) ধারায় বলা হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্ট শুধুমাত্র ভারতের মহা ন্যায়বাদী বা আগ্রহী কোনও পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে" কোনও মামলা স্থানান্তর করতে পারে।

২৩. "কে. আনবাজাগান বনাম পুলিশ সুপারের"[8] মামলায়, এই আদালত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে "আগ্রহী পক্ষ" অভিব্যক্তিটির অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছে এবং নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> "আগ্রহী পক্ষ" শব্দগুলির ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে এবং তাই এগুলিকে আরও বিস্তৃত অর্থ দিতে হবে। আইনসভার উদ্দেশ্য যদি সীমাবদ্ধ অর্থ দেওয়া হত তবে এটি "কার্যধারার পক্ষ" হিসাবে শব্দ ব্যবহার করত। এই ক্ষেত্রে ভারতের সংবিধানের ১৩৯-এ অনুচ্ছেদের শব্দের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। ১৩৯এ ধারার অধীনে স্থানান্তর হতে পারে যদি "সুপ্রিম কোর্ট তার নিজের প্রস্তাবে বা ভারতের মহা ন্যায়বাদী বা এই জাতীয় কোনও মামলার কোনও পক্ষের

৪ কে। আনবাজহাগান বনাম সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ (২০০৪) ৩ এস.সি.সি. ৭৬৭

আবেদনের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হয়"। (জোর দেওয়া হয়েছে) এছাড়াও যদি ফৌজদারি কার্যবিধির XXIX অধ্যায়ের বিধানগুলি দেখা হয়, তবে এটি দেখা যায় যে যখন আইনসভা কোনও "কার্যধারার পক্ষ" কে আপিল করার অধিকার দিতে চায় তখন এটি বিশেষভাবে বর্ণিত হয়। আইনসভা, তাই, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সাথে জড়িত বৃহত্তর জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে ধারা ৪০৬-এ বৃহত্তর গুরুত্বের শব্দ ব্যবহার করেছে।এছাড়াও, এটি আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে সংবিধিগুলি অবশ্যই সংবিধির উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাখ্যা করা উচিত এবং এটিকে পরাজিত করার জন্য নয়।

২৪. ফৌজদারি কার্যবিধির র ৪০৬(২) ধারার অধীনে 'আগ্রহী পক্ষ' বাক্যাংশের এই উপযুক্ত এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিবেচনা করে, আমরা মনে করি যে আবেদনকারী, মৃত ব্যক্তির আসল ভাই হওয়ায়, একটি সুষ্ঠু বিচারে অত্যন্ত আগ্রহী যাতে মৃত ব্যক্তি এবং তার পরিবার ন্যায়বিচার পায়। আবেদনকারীর দাঁড়ানোর ভিত্তির প্রতি প্রতিবাদীদের চ্যালেঞ্জ এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়।

সি. ২. স্থানান্তরের ভিত্তি

২৫. পক্ষগুলির পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিতর্কের দ্বিতীয় অংশে এসে আমরা প্রথমে এর সাথে সম্পর্কিত কিছু সুনির্দিষ্ট রূপরেখা লক্ষ্য করতে পারি। এতদিনে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে ন্যায়বিচার হবে না এমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আশঙ্কা মামলা স্থানান্তরের জন্য একটি পূর্বশর্ত।একটি মামলা হস্তান্তরের ক্ষমতা অনুধাবন করে, আমাদের " রেক্স বনাম সাসেক্স জার্স্টিস" [9]-এ লর্ড হিউয়ার্টের উক্তিটি মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, এরূপ বলা হয়েছে যে, এটি শুধুমাত্র কিছু গুরুত্ব নয় বরং এটি মৌলিক গুরুত্ব যে "ন্যায়বিচার কেবল করা উচিত নয়, বরং স্পষ্টভাবে এবং নিঃসন্দেহে করা হয়েছে বলে দেখানো উচিত।"

২৬. ভারতের সংবিধানের ধারা ২১ এর অধীনে সুষ্ঠু বিচারের অধিকার একটি মৌলিক অধিকার এবং এর গুরুত্বের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া যায় না[10]। যাইহোক, একটি মামলার স্থানান্তর পাওয়ার জন্য, আবেদনকারীকে এমন পরিস্থিতি দেখাতে হবে যেখান থেকে এটি অনুমান করা যেতে পারে যে তিনি একটি যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা পোষণ করেন।এই আশঙ্কা কাল্পনিক হতে পারে না এবং কেবল অভিযোগ হতে পারে না।[11]

৯ রেক্স বনাম সাসেক্স বিচারপতিগণ [১৯২৪] ১ কেবি২৫৬।

১০ জাহিরা হাবিবুল্লাহ শেখ বনাম গুজরাট রাজ্য (২০০৬) ৩ এস. সি. সি ৩৭৪; মানেকা সঞ্জয় গান্ধী বনাম রানী জেঠমালানি (১৯৭৯) ৪ এস. সি. সি ১৬৭; আর. বালকৃষ্ণ পিল্লাই বনাম কেরালা রাজ্য (২০০০) ৭ এস. সি. সি ১২৯।

১১ অমরিন্দর সিং বনাম প্রকাশ সিং বাদল (২০০৯) ৬ এস. সি. সি.২৬০।

২৭. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে হস্তান্তরের ক্ষমতা সংযতভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং কেবল তখনই যখন ন্যায়বিচার আপাতদৃষ্টিতে গুরুতর বিপদের মধ্যে থাকে। এই আদালত শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে স্থানান্তরের অনুমতি দিয়েছে এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে স্থানান্তরগুলি রাজ্যের বিচার বিভাগ এবং সরকার পক্ষ এজেন্সির উপর অপ্রয়োজনীয় মিথ্যা দুর্নাম ফেলতে পারে। [12] সুতরাং, বছরের পর বছর ধরে, এই আদালত কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশিকা এবং পরিস্থিতি নির্ধারণ করেছে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

28। " অমরিন্দর সিং বনাম প্রকাশ সিং বাদল" [13] মামলায় এই আদালত নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ

> "১৯.একটি সুষ্ঠু বিচারের নিশ্চয়তা ন্যায়বিচার প্রদানের প্রথম আবশ্যক। ফৌজদারি বিচারের উদ্দেশ্য হল বহিরাগত বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ন্যায্য ও নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার প্রদান । যখন এটি দেখানো হয় যে একটি বিচারের নিরপেক্ষতার প্রতি জনসাধারণের আস্থা গুরুতরভাবে হ্রাস পাবে, তখন ক্ষুব্ধ পক্ষ ৪০৭ ধারার অধীনে রাজ্যের মধ্যে এবং ৪০৬ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারার অধীনে দেশের যে কোনও জায়গায় মামলা স্থানান্তরের আবেদন করতে পারে।

২৯. " নাহার সিং যাদব বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া" [14] মামলার আইন বিশ্লেষণ করার পরে, এই আদালত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে বি স্থানান্তরের ক্ষমতার মৌলিক নীতিগুলি নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেঃ

> "২৯.সুতরাং, যদিও ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত কিনা তা নির্ধারণের জন্য কোনও কঠোর এবং অনমনীয় নিয়ম বা পরীক্ষা নির্ধারণ করা যায়নি, তবে এই ধারার উপ-ধারা (২) এবং (৩) শুধুমাত্র পড়ে এবং এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলির বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে বিচার স্থানান্তরের আদেশটি নিয়মিত বিষয় হিসাবে বা কেবল কোনও আগ্রহী পক্ষ বিচারের যথাযথ পরিচালনা সম্পর্কে কিছু আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বলে প্রদান করা উচিত নয়। এই ক্ষমতা সতর্কতার সাথে এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হবে, যেখানে বিচারের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদানের জন্য এটি করা প্রয়োজন।বিচার স্থানান্তরের আবেদন বিবেচনা করার সময় কয়েকটি বিস্তৃত বিষয় মনে রাখা যেতে পারেঃ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12 নাহার সিং যাদব বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১১) ১ এস. সি. সি ৩০৭; নীলম পান্ডে বনাম রাহুল শুক্লা [২০২০ সালের ২৯৮ নং ট্রান্সফার পিটিশন (ফৌজদারি), ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩]।

13 অমরিন্দর সিং বনাম প্রকাশ সিং বাদল (২০০৯) ৬ এস. সি. সি. ২৬০।

14 নাহার সিং যাদব নবনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (২০১১) ১ এস.সি.সি. ৩০৭

(i) যখন প্রতীয়মান হয় যে, প্রশাসন কার্যপ্রণালী বা সরকার পক্ষ অভিযুক্তের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে এবং সরকার পক্ষের উদাসীন মনোভাবের কারণে ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার সম্ভাবনা রয়েছে;

(ii) অভিযুক্ত ব্যক্তি বাদী পক্ষের সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারে বা অভিযোগকারীর শারীরিক ক্ষতি করতে পারে এমন প্রমাণ থাকলে;

(iii) সরকারী ও বেসরকারী সাক্ষীদের ভ্রমণ এবং অন্যান্য খরচ প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্য কোষাগারের বোঝা ছাড়াও অভিযুক্ত, অভিযোগকারী/সরকার পক্ষ এবং অন্যান্য সাক্ষীদের তুলনামূলক অসুবিধা এবং কষ্ট হতে পারে;

(iv) একটি সাম্প্রদায়িকভাবে উদ্ভুত পরিবেশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ এবং অপরাধের প্রকৃতির কারণে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার পরিচালনায় অক্ষমতার কিছু প্রমাণ নির্দেশ করে ; এবং

(v) এমন কিছু উপাদানের অস্তিত্ব রয়েছে যা থেকে অনুমান করা যায় যে কিছু ব্যক্তি এতটাই বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে তারা ন্যায়বিচারের পথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করছে বা হস্তক্ষেপ করতে পারে।

৩০. " আর. বালাকৃষ্ণ পিল্লাই বনাম কেরালা রাজ্য" মামলায়" [15], এই আদালত বিচার বিভাগ এবং কার্যনির্বাহীর মধ্যে ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ পৃথকীকরণের কথা উল্লেখ করেছে এবং বলেছে যে "বিচারপতিরা কোনওভাবেই অপপ্রচার বা প্রতিকূল প্রচার দ্বারা প্রভাবিত হন না।নথিতে উপলব্ধ প্রমাণ এবং প্রযোজ্য আইনের ভিত্তিতে মামলাগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৩১. পক্ষগণ এবং সাক্ষীদের সুবিধার পাশাপাশি তাদের দ্বারা কথিত ভাষাও স্থানান্তর আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রাসঙ্গিক কারণ, যেমনটি এই আদালত শ্রেণীবদ্ধ রায়ে উল্লেখ করেছে। [16]

৩২. " নীলম পান্ডে বনাম রাহুল শুক্লা" [17] সহ সাম্প্রতিক কিছু সিদ্ধান্তে, "এই আদালত দেখেছে যে একটি ফৌজদারি মামলা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর করা কেবল রাজ্যের বিচার বিভাগেরই নয়, সরকার পক্ষ প্রতিনিধিত্বরও বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতিফলন ঘটায়।

15 আর. বালাকৃষ্ণা পিল্লাই বনাম কেরালা রাজ্য সরকার (২০০০) ৭ এস.সি.সি. ১২৯

16 আব্দুল নজর মাদানি বনামে তামিলনাড়ু রাজ্য সরকার (২০০০) ৬ এস.সি.সি. ২০৪; শ্রী জয়েন্দ্র সরস্বতী স্বামীগাল (II) বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য সরকার (২০০৫) ৮ এস.সি.সি. ৭৭১; হরিতা সুনীল পরব বনাম রাজ্য সরকার (জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি) (২০১৮) ৬ এস.সি.সি. ৩৫৮

17 নিলম পাণ্ডে বনাম রাহুল শুক্লা[ট্রান্সফার পিটিশন(ক্রিমিনাল)নং ২৯৮/২০২০,২২ফেব্রুয়ারী ২০২৩]

৩৩. এই আদালত সময়ে সময়ে যে নীতিগুলি প্রবর্তন করেছে তার আলোকে মামলার প্রকৃত ঘটনাগুলিকে তুলে ধরে, এটি সত্য যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রধান অভিযুক্ত, অর্থাৎ প্রতিবাদী নং 2 কে সাহায্য করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান নিয়েছে, এবং এটি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩২১ এর অধীনে মামলা প্রত্যাহারের জন্য তার ক্ষমতার আশ্রয় নেওয়ার মাত্রায় চলে গেছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩২১ ধারার একটি সরলভাবে পাঠ সন্দেহের কোনও জায়গা রাখে না যে মামলার ভারপ্রাপ্ত পাবলিক প্রসিকিউটরকেই আদালতের সম্মতিতে সরকার পক্ষ থেকে প্রত্যাহারের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের জন্য স্বাধীনভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে তার চিন্তা প্রয়োগ করতে হবে। হাতে থাকা মামলায় অনুসরণ করা পদ্ধতিটি ফৌজদারি কার্যবিধির -র ৩২১ ধারার পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল কারণ রাজ্য সরকারের স্তরে মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং পাবলিক প্রসিকিউটরকে কেবল উক্ত সরকারী প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে কাজ করতে বলা হয়েছিল।লিঙ্ক বিচারক পাবলিক প্রসিকিউটরের আবেদন এবং সরকার পক্ষ সাক্ষ্যের জন্য মামলাটি তালিকাভুক্ত হওয়ার তারিখের আগেই সরকার পক্ষ থেকে প্রত্যাহারের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রচণ্ড তাড়াহুড়ো দেখিয়েছিলেন।

৩৪. তবে, এই পেটেন্ট অবৈধতার কোনওটিই হাইকোর্টের আপিল/রিভিশনাল/রিট এক্তিয়ারের অনুমতি পায়নি। রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি কেবল বাতিলই করা হয়নি, লিঙ্ক জজ কর্তৃক এই ধরনের নির্দেশের সক্রিয় প্রয়োগের ফলে, প্রত্যাহারের অনুমতি দেওয়ার আদেশও হাইকোর্ট বাতিল করে দিয়েছে। এটি একটি নথিভূক্ত বিষয় যে মাননীয় বিচারিক বিচারক বারবার ২নং প্রতিবাদীর জামিন প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এমনকি হাইকোর্টও জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই বাস্তব প্রেক্ষাপটে, প্রশ্ন ওঠে যে বিচারটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাইরে স্থানান্তর করা অপরিহার্য কিনা বা বিকল্প যথাযথ নির্দেশ জারি করে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পর্যাপ্তভাবে পূরণ করা যেতে পারে কিনা ?

ডি. সিদ্ধান্তসমূহ

৩৫. এই বিষয়ে আমাদের চিন্তাশীল বিবেচনার পরে, আমাদের কাছে মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাইরে বিচার স্থানান্তর করার কোনও আইনি প্রয়োজনীয়তা নেই এবং আবেদনকারীর আশঙ্কা, যার মধ্যে কয়েকটি প্রকৃতই খাঁটি, যথাযথ নির্দেশ জারি করে কার্যকরভাবে সমাধান করা যেতে পারে। আমরা এই কারণে বলি যে, ৯০ জনেরও বেশি সাক্ষী, যাঁদের অধিকাংশই বাঙালি, তাঁদের এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। অন্য যে কোনও প্রতিবেশী রাজ্যে বিচার স্থানান্তর সেই সাক্ষীদের জবানবন্দিতে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ দূরের জায়গায় যেতে অনিচ্ছুক হতে পারে এবং এইভাবে, সরকার পক্ষের মামলাটি গুরুতরভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত হাইকোর্ট এবং জেলা বিচার বিভাগ তাদের এখতিয়ারের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মেনে নিতে আগ্রহী নই যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিচার অনুষ্ঠিত হলে ভুক্তভোগীর পরিবার ন্যায্য ন্যায়বিচার পাবে না।

৩৬. সমস্ত তথ্য এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে, আমরা নিম্নলিখিত শর্তে এই ট্রান্সফার পিটিশনটি নিষ্পত্তি করা উপযুক্ত বলে মনে করিঃ

(i) পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানায় নথিভুক্ত এফআইআর নম্বর ৪৯৫/২০১৯ থেকে উদ্ভূত 2020 সালের এস টি ১ (০৩)/২০২০ নম্বর ধারার ফৌজদারি বিচার পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের ৩য় অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত থেকে কলিকাতার নগর দায়রা আদালতের প্রধান বিচারকের আদালতে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(ii) নগর দায়রা আদালতের প্রধান বিচারক বিচার পরিচালনা করবেন এবং তিনি অন্য কোনও অতিরিক্ত দায়রা বিচারপতির কাছে মামলাটি হস্তান্তর করবেন না।

(iii) নগর দায়রা আদালতের প্রধান বিচারক সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বিচার গ্রহণের চেষ্টা করবেন এবং ছয় মাসের মধ্যে তা শেষ করার চেষ্টা করবেন।

(iv) হাইকোর্টের পূর্বানুমোদন নিয়ে কলিকাতা নগর দায়রা আদালতের প্রধান বিচারকের সুপারিশের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে একজন বিশেষ সরকার পক্ষের অভিশংসক নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াটি দুই সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে হবে।

(v) মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, আবেদনকারী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারপক্ষের সাক্ষীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে সাক্ষীদের জীবন ও স্বাধীনতার কোনও ক্ষতি না হয় এবং প্রতিবাদী নং ২ বা তার সহ-অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বা তাদের পক্ষ থেকে সাক্ষীদের প্রভাবিত, ভয় দেখানো বা হুমকি দেওয়ার কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রচেষ্টা না করা হয়।

(vi) কার্যত অভিযোগকারীকে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুখ্য পরীক্ষার সময় নথিভূক্ত করা তার বক্তব্য থেকে ফিরে এসেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তাকে বিশেষ সরকার পক্ষের অভিশংসকদ্বারা জেরা করা হবে, যার জন্য আবেদনকারীর দ্বারা নিযুক্ত আইনজীবী বিশেষ বিজ্ঞ সরকারি অভিশংসককে সহায়তা প্রদান করতে পারেন।

(vii) ২ নং প্রতিবাদী বা হেফাজতে থাকা অন্য যে কোনও অভিযুক্তকে অবিলম্বে কলিকাতার কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করা হবে।

(viii) ২ নং প্রতিবাদী, তাঁর অপরাধমূলক পূর্ববর্তী অবস্থা এবং হেফাজতে থাকা অন্যান্য অভিযুক্তদের সম্পর্কে বিবেচনা করে, হাইকোর্ট ব্যতীত বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত জামিনে ছাড়া হবে না।

(ix) কলিকাতা উচ্চ আদালতের মাননীয় পোর্টফোলিও জজকে এখানে উপরের জারি করা নির্দেশাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মিতভাবে বিচার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৩৭. এই স্থানান্তর আবেদনটি তাই উপরোক্ত শর্তে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৩৮. বিচারাধীন থাকা আবেদন, যদি থাকে, সেগুলিও সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

অঙ্কিত জ্ঞান নির্দেশ জারি করা হয়েছে।
(মহেন্দ্র যাদব, এলসিআরএ-র সহায়তায়)

DISCLAIMER: "The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation".